চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০৬.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আগ্রাবাদে ওয়ান্ডারল্যান্ড এ্যামিউজমেন্ট পার্কের উদ্বোধন করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে রেখে সুস্থ-সবল ভাবে গড়তে প্রতিটি ওয়ার্ডে পার্ক ও খেলার মাঠ গড়ে তোলার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আগ্রাবাদের জাম্বুরি মাঠে ওয়ান্ডারল্যান্ড এ্যামিউজমেন্ট পার্কের উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

শনিবার বিকেলে উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, আমি ওয়াদা দিয়েছিলাম ৪১টি ওয়ার্ডে ৪১ টি খেলার মাঠ ও পার্ক করে দিব। আমার ওয়াদা বাস্তবায়নে বন্ধ হয়ে যাওয়া আগ্রাবাদের এই শিশু পার্ক নতুনভাবে যাত্রা শুরু করল। জাম্বুরি মাঠের একটা অংশও আমরা খেলার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছি।"শুধু এই পার্ক নয়। আমরা বিপ্লব উদ্যানের ওই পার্কটা ঢেলে সাজিয়ে চট্টগ্রামবাসীকে উপহার দেব। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতিময় ওই পার্কে তিনি উই রিভোল্ট বলে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। সে ঐতিহাসিক পটভূমিও সেখানে থাকবে কারণ মানুষ বিপ্লব উদ্যানে যায় কিন্তু বিপ্লব উদ্যানের এই ঐতিহাসিক বিষয়ে কোন স্মৃতিচিহ্ন তারা দেখতে পায় না। কোন ধরনের পটভূমি সেখানে দেখতে পায় না। সেটাও ইনশাল্লাহ আমরা করে দিব। চাদগাও তে যে পার্কটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সেটাও আমরা মন্ত্রণালয়ের কাছে চেয়েছি। সেটাও ইনশাল্লাহ আমি নতুন করে চালু করে দিব। আমবাগানে ওয়াসিম আকরাম পার্কেরও কাজ চলছে। অনেকগুলো পার্কের কাজ কিন্তু আমরা শুরু করেছি। এর বাহিরে নগরীতে এখন ১১টি মাঠ নির্মাণের কাজ চলছে। ১১ নং ওয়ার্ডে বহরুপী মাঠ, ৯নং ওয়ার্ডের ফিরোজশাহ মাঠ, সদরঘাটের বালুর মাঠ, বাকলিয়ার আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম, মহসিন কলেজের মাঠ, নাসিরাবাদের মাঠ, বাকলিয়া স্কুলের মাঠ, হালিশহর এইচ ব্লকের মাঠ সবগুলো শিশুদের খেলার সুস্থ বিনোদনের উৎস হয়ে উঠবে। পর্যায়ক্রমে ৪১ টা ওয়ার্ডে ইনশাল্লাহ ৪১ টা খেলার মাঠ আমি করে দিয়ে যাব ইনশল্লাহ। অনুষ্ঠানে চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ান্ডারল্যান্ড গ্রুপের চেয়ারম্যান জি এম মোস্তাফিজুর রহমান। উপস্থিত ছিলেন ডবলমুরিং থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি সেকান্দার মিয়া,বন্দর থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি হানিফ সওদাগর,২৭ নং ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি কামাল সর্দার, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের ১নং যুগ্ম-আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম তানভীর, ডবলমুরিং থানা সেচ্ছাসেবকদল সদস্য সচিব মাসুদুর রহমান মোহন।

দেশের উন্নয়নে মেধাবীদের কাজে লাগাতে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দেশের শিক্ষার্থীদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার পাশাপাশি প্রবাসে থাকা মেধাবী বাংলাদেশিদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার মেরিন ফিশারিজ একাডেমির হল রুমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কলেজ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক প্রীতি সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন মেয়র। অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, প্রবাসে থাকা মেধাবী বাংলাদেশিদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাকে দেশের অগ্রযাত্রায় যুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, "দেশের বাইরে বসবাসরত আমাদের তরুণ প্রজন্ম উন্নত বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনী ধারণার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। তাদের এই অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেশে ফিরে বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে। সেজন্য তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা বিদেশে শুধু কর্মজীবনে সীমাবদ্ধ না থেকে আধুনিক প্রযুক্তি শেখে, জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং সেই জ্ঞান নিজেদের মাটিতে প্রয়োগ করে জাতিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে।"মেয়র আরও বলেন, "আমি যেখানে যাই, শিক্ষা খাত নিয়ে কিছু না কিছু করার চেষ্টা করি। সম্প্রতি আমি লন্ডন সফর করেছি; এর আগে কানাডা গিয়েছিলাম। কানাডা সফরে সেখানে নার্সিং শিক্ষা ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের দ্রুত বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছি, কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে এ খাতটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। লন্ডনেও হেলথকেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা নিয়েছি। এসব বিষয় আমাদের দেশের তরুণদের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। যদি ধীরে ধীরে এই কোর্সগুলো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনস্থ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে দেশে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।"শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে নেওয়া পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মেয়র আরও বলেন, "আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর স্কুল হেলথ কার্ড চালু করেছি, বহু শিক্ষককে স্থায়ী নিয়োগ দিয়েছি এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন একাডেমিক ভবন পেয়েছে। আপনাদের পক্ষ থেকে যে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আমাকে জানানো হয়েছে—তার অনেকগুলো পূরণ করতে পেরেছি। তবে কিছু দাবি আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়নি। পূর্বে রাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর কোনো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল না, যার ফলে

সিটি কর্পোরেশনের আর্থিক সক্ষমতা সংকুচিত ছিল। এখন কিভাবে প্রতিষ্ঠানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়, সে বিষয়ে কাজ করছি। বন্দরের সঙ্গে আলোচনা চলছে এবং রাজস্ব আদায় বাড়াতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।"

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ আবু তালেব বেলাল। সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক রাজিব সাহার সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সমিতির প্রতিবেদন পাঠ ও শিক্ষকদের পক্ষে দাবিনামা উপস্থাপন করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ কর, অনুষ্ঠান প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক জহিরুল কাইয়ুম চৌধুরী, কুলগাঁও সিটি কর্পোরেশন কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আমিনুল হক খান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক, শিক্ষক নেতা আবুল খায়ের, শরাবান তহুরা, ইঞ্জিনিয়ার প্রবাল রক্ষিত, মেয়রের উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চসিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি আখতার হোসেন, চসিক পরিচালিত কলেজ সমূহের অধ্যক্ষবৃন্দ, সমিতির অনুষ্ঠানে চসিক পরিচালিত কলেজ সমূহ থেকে সম্প্রতি অবসরগ্রহণকারী ২২ জন শিক্ষককে বিদায় সন্মাননা দেয়া হয়। সম্প্রতি স্কুল ও কলেজের ২৫২ জন শিক্ষকে স্থায়ীকরণ করায় সমিতির পক্ষ থেকে মেয়র মহোদয়কে ক্রেস্ট ফুল ও শিক্ষকরা দাঁড়িয়ে সন্মাননা জ্ঞাপন করেন। আলেচনার পর কলেজ শিক্ষকদের পরিবেশনায়, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শাহরিয়ার খালেদ ও সম্প্রতি নতুনকুঁড়ি টেলিভিশন প্রতিযোগিতায় আধুনিক গানে ২ য় সেরা হওয়া অপর্ণাচরণের শিক্ষার্থী তুস্মি দাস এর গান পরিবশন হয়।

চট্টগ্রামে ফিরলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

বিদেশ সফর শেষে চট্টগ্রামে ফিরেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার সকাল সাড়ে এগারটায় এয়ার এস্ট্রা এর ফ্লাইটে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছালে মেয়রকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, একান্ত সচিব জিল্লুর রহমান , চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সদস্য সচিব জাহিদুল করিম কচি, মেয়রের একান্ত সহকারী জিয়াউর রহমান জিয়া, মারুফুল হক চৌধুরী (মারুফ), বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা মঈনুল হোসেন আলী জয়। এসময় মেয়র চট্টগ্রামের চলমান উন্নয়ন ও নাগরিক সেবা কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং নাগরিকসেবার বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। গত ৮ নভেম্বর সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে ঢাকা থেকে দোহা, এবং সেখান থেকে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা দেন মেয়র। সফরকালে মেয়র লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এছাড়া, ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র জাফর ইকবালের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক করেন মেয়র। সফরকালে জলাবদ্ধতা নিরসনে বিশেষ অবদান রাখায় লন্ডনে সফররত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনকে "লেটার অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন" প্রদান করে চট্টগ্রাম সমিতি লন্ডন। ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই) এর লন্ডন সদর দপ্তরে একটি উচ্চ পর্যায়ের মতবিনিময় সভায় অংশ নেন মেয়র। মেয়র যুক্তরাজ্যের ক্র্যানফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় সফর করেন এবং লন্ডনের স্ট্রাটফোর্ডে ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের চ্যারিটি শপ ও কার্যালয় পরিদর্শন করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮